মাসিক সোমবারে সঙ্কট

দ্বিতীয় সংখ্যা

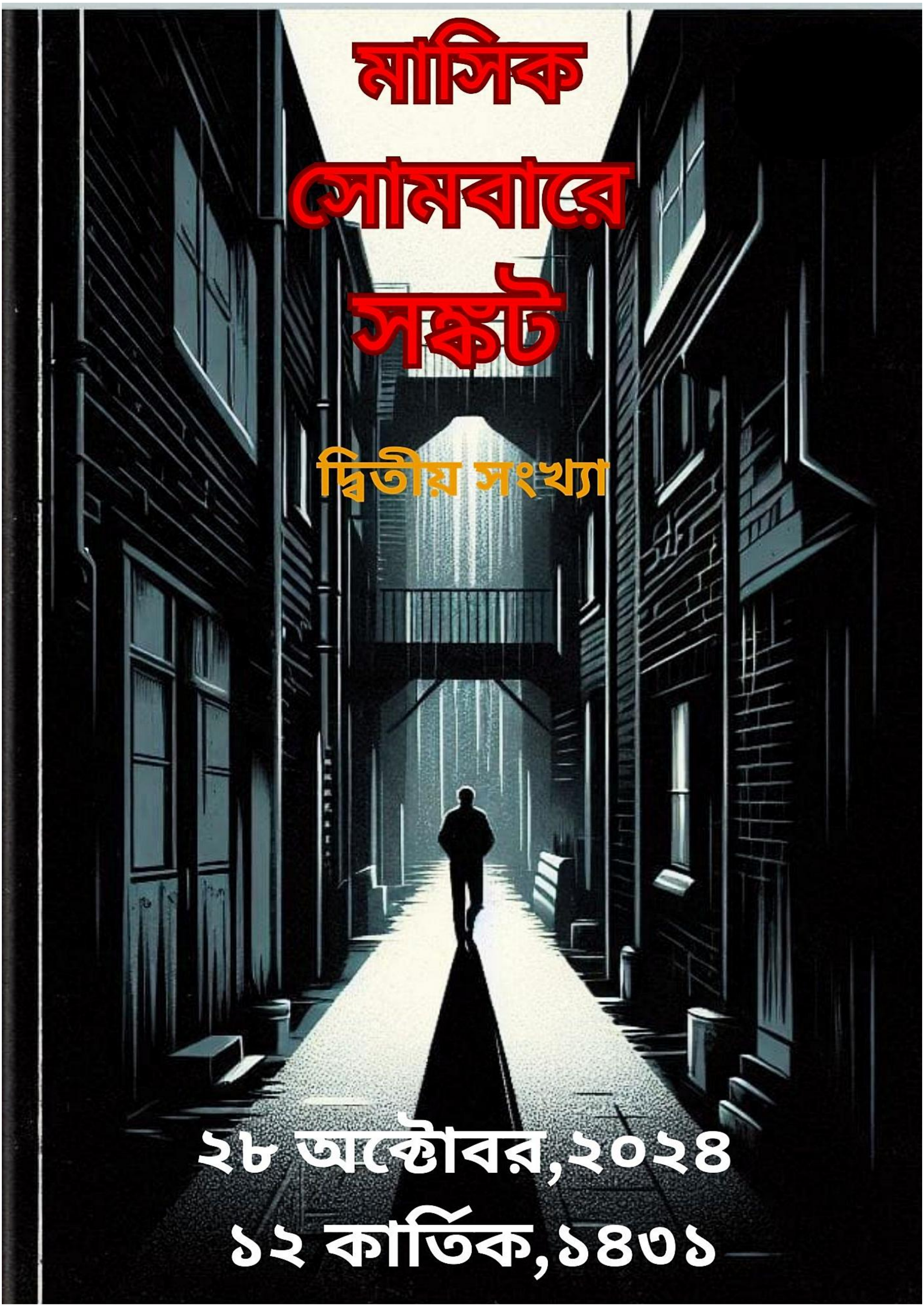

২৮ অক্টোবর,২০২৪

১২ কার্তিক,১৪৩১

সম্পাদকীয়

প্রথম সংখ্যার সাফল্যের পর আমরা প্রকাশ করতে চলেছি আমাদের দ্বিতীয় সংখ্যা। সোমবারে সঙ্কটের পথচলা কেবল ২ মাসের হলেও এরমধ্যেই আমরা যে সাড়া পেয়েছি তা অতুলনীয়। একটি অনলাইন ম্যাগাজিন হিসেবে আমরা শুরুর প্রথমদিকেই যে এত মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারবো তা কখনোই আশা করি নি। প্রথম সংখ্যার ভুলত্রুটি ধরিয়ে দেওয়া,সমালোচনা করা থেকে ম্যাগাজিনের জন্য মূল্যবান উপদেশ দেওয়া সহ অন্যান্য সহযোগীতা যারা করেছেন তাদের সকলকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই।
এবারের সংখ্যার আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো থিম নেই। অনানুষ্ঠানিকভাবে প্রচ্ছদটা একটু অর্থবহ। জীবন একটা আস্ত থ্রিলার।অনেক সময় সেই থ্রিলারের মূল চরিত্রের দায়িত্ব নিয়ে নিডর হয়ে জনশুন্য পথে একা বেরোতে হয় নিজেকেই। মুক্তিযুদ্ধ থেকে ২৪ এর অভ্যুত্থান কিংবা ফিলিস্তিনের অস্তিত্বের লড়াই সবখানেই এইরকম দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়ে যারা লড়ে গেছেন তাদের সকলের প্রতি সোমবারে সঙ্কটের শ্রদ্ধা।
এ সংখ্যায় থাকছে একটি দারুণ প্রচ্ছদ রচনা। অবশেষে কি সমাধান হয়েছে সোনাবাগ কলেজের সেই দালানের রহস্যের? উত্তর পাবেন এই সংখ্যার ফটোগ্রাফার গল্পের ২য় পর্বে। থ্রিলার নিয়ে কবিতা, আর মাসুদ রানাকে নিয়ে একটি ফিচার সব থাকছে এ সংখ্যায়।সাথে থাকছে আমাদের নিয়মিত বিভাগ thrilling facts এবং spice of thriller!
আপনার প্রতিটি মূহুর্ত কাটুক রোমাঞ্চের মধ্যে।

Ali Raihan Sapno

সোমবারে সঙ্কট

অক্টোবর সংখ্যা
২৮ অক্টোবর,২০২৪
১২ কার্তিক,১৪৩১
বর্ষ ১ সংখ্যা ২

সম্পাদক
আলী রাইহান স্বপ্ন

সহ সম্পাদক
মৃন্ময় দাস

শিল্প নির্দেশনা
শিহাব আহমেদ
সাইমুন সোহেল আবির
জেরিন রিশামণি জিম

সূচিপত্র

প্রচ্ছদ রচনা	০৩
ফটোগ্রাফার	০৫
Thrilling Facts	০৯
কবিতা	১০
Spice of Thriller	১১
ফিচার	১২
অন্য আমি	১৩
সঙ্কটের আহ্বান	১৬

মি. জেকিল

মৃন্ময় দাস

দৌড়াতে দৌড়াতে জর্জ এসে ঢুকলো ও.টি. -তে। ঢুকেই মি. আফজাল এর কাছে জানতে চাইলেন কি অবস্থা রোগীর। মি. আফজাল মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন আর তখনই পাশে থাকা নার্স রিপোর্ট বোর্ড জর্জের হাতে দিলো। জর্জ সেটাতে চোখ বুলিয়ে দ্রুত কাজে লেগে গেলো। দীর্ঘ পাঁচ ঘন্টার অপারেশন শেষে রোগীর পেট থেকে পুরো কোকেন পরিস্কার করা সম্ভব হলো। বাঁচা মরা এখনও সৃষ্টিকর্তার হাতে।

সন্ধ্যায় ক্যাফেটেরিয়াতে বসে কফি খাচ্ছিলো জর্জ, তখনই কল আসে ইমার্জেন্সি থেকে। এক ব্যাক্তির পেটে প্রায় আধা কেজি কোকেন পাওয়া গিয়েছে। তার মধ্যেই ১০০ গ্রামের একটা প্যাকেট পেটেই ফেটে যায় ফলে ব্যাক্তিটি অসুস্থ হয়ে পড়ে। পরে অপারেশনের সময় দেখা যায় সেই ব্যক্তির পাকস্থলিতে প্রচুর কাটা ছেঁড়ার দাগ। তখনই সিনিয়র সার্জন জর্জের কাছে ফোন করে ডক্টর আফজাল।

জর্জ ও.টি. থেকে বের হয়ে ফ্রেশ হতে চলে যায়। ফ্রেশ হয়ে ক্যাফেতে বসে একটা বার্গার অর্ডার করে। ওয়েটার বার্গারটা দিয়ে যাওয়া মাত্রই জর্জের কানের পাশ দিয়ে একটা বুলেট চলে যায়। পিছনে থাকা ক্যাফের গ্লাসে লেগে গ্লাসটাকে টুকরো টুকরো করে দেয়। জর্জ বার্গার টা হাতে নিয়েই দৌড় দেয় কেবিনের দিকে। ওই রোগীর কেবিনে গিয়ে দেখে, কেউ তার গলা কেটে দিয়ে গেছে এই মাত্র। যেহেতু অপারেশনের সময় যথেষ্ট রক্ত ক্ষরণ হয়েছে ইতোমধ্যেই, তাই আর এখন চেষ্টা করেও একে বাঁচানো যাবে না। তাই সে কেবিন থেকে বেরিয়ে বার্গার খেতে খেতে নিজের রুমে এসে একটা নীল রঙের বোতামে চাপ দিতেই পুরো ক্লিনিকের চারদিকে একটা অদৃশ্য বৈদ্যুতিক বলয় তৈরি হয়ে গেল। ফলে যারা ঢুকেছে তারা আর বের হতে পারবে না আর নতুন কেউও ঢুকতে পারবে না।

এরপর সে ড্রয়ার খুলে একটা 10mm পিস্টল বের করে লোড করে নিলো। রুম থেকে বের হয়ে লবিতে আসতেই পাঁচ জনের একটা টিম দেখতে পেয়ে তিনটা শট আর পাঁচজনই নিমেষে মাটিতে। একটু আগাতেই আরো দুজন, এবার দুটো শট, ডাউন। এবারে বেসমেন্টে যেতেই বাম কাঁধে একটা বুলেট এসে লাগলো। একটু পিছিয়ে গিয়ে তিনটা শট, চারজন ডাউন! একটু পরে কমন রুমে যেতেই আফজালের সাথে জর্জের দেখা। আফজাল সিসি টিভির দিকে তাকিয়ে

হা হয়ে সব দেখছিল।
জর্জকে দেখেই তার অজ্ঞান হওয়ার মতো অবস্থা। জর্জ তার সামনে গিয়ে বলল, আমার রুমে গিয়ে লাল রঙের একটা বোতাম দেখবেন টেবিলের নিচে, ওটা অন করে দিন।
আফজাল রোবটের মতো চলে গেল। আর জর্জ প্রতিটি বডি সিল করে মর্গে ঢুকিয়ে দিয়ে একটা জ্যাকেট পড়ে নিলো।
আফজাল লাল রঙের বোতামে চাপ দিতেই বলয়ের ভিতরে পুরোটা যায়গা সাদা ধোঁয়ায় ভরে গেল আর বলয়টা অদৃশ্য হয়ে গেল।
সাদা ধোঁয়া সবার নাকে যেতেই যে যেখানে ছিল সবাই অজ্ঞান হয়ে গেল।

২৫ নভেম্বর, ২০২৭
"মিনার্ভা লেনের অর্কিড ক্লিনিকে অ্যাটাক"
প্রত্যক্ষদর্শী কেউ নেই! এমনকি সিসি টিভি ফুটেজ ও নেই! হঠাৎ ই সবাই নিজেদেরকে অজ্ঞান অবস্থায় খুঁজে পায় ক্লিনিকে আর ওই দিন সন্ধ্যার কোনো কথাই মনে করতে পারে না। মার্ট নামের এক রোগীর গলা কাটা লাশ পাওয়া যায় কেবিনে, যার অপারেশন হয় ওই দিনই বিকালে। ড. আফজালের হাতে পাওয়া যায় একটা রক্ত মাখা চিঠি! তাতে লেখা, " ধন্যবাদ ডক্টর! সঠিক সময়ে বাটন প্রেস করার জন্য"...

মিস্টার জেকিল পেপার কাটিংটা বাতাসে উড়িয়ে, সারি সারি বিল্ডিং এর মাঝ দিয়ে ফাঁকা গলিতে হাঁটতে লাগলো জ্যাকেটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে।

ফটোগ্রাফার (২য় পর্ব)

আলী রাইহান স্বপ্ন

দরজা একটু চাপ দিয়ে যখনই খুলতে যাব তখনই হঠাৎ পিছন থেকে কেউ আমার মাথায় আঘাত করলো। আমার তারপরে আর কিছু মনে নাই। আমার জ্ঞান ফিরলো সকালবেলা। মাথার পেছনটাতে হাত দিয়ে দেখি রক্ত জমাট বেঁধে আছে। সাথে মাথা প্রচণ্ড ব্যথা করছে। তাও কোনভাবে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলাম। উঠে দাঁড়িয়ে আশেপাশে তাকালাম। তালা ঝোলানো প্রথম দরজাটার ওখানে নিজেকে আবিষ্কার করলাম আমি। শিহাবের কথা মাথায় আসতেই আবার ঐ ঘরটার দিকে গেলাম। ঘর দেখলাম কিছু নাই। এরপর সব কয়টা ঘরে ঢুকেও হতাশ হতে হলো। শিহাব নাই। বদমাইশরা ওকে নিয়ে গেছে। হঠাৎ আমার ফোনের কথা মনে পড়লো। প্যান্টের পকেট হাতড়েও ফোনটা না পেয়ে জ্ঞান হারানোর আগে যেখানে ছিলাম ওটার আশেপাশে খোঁজা শুরু করলাম। কোথাও পেলাম না। আমার ফোনটাও নিয়ে গেছে। নিজের নির্বুদ্ধিতায় নিজেকে ধিক্কার দিলাম। কোনমতে ওখান থেকে বের হয়ে কলেজের দিকে এগোতে থাকলাম। মাথায় রক্ত। এজন্য অনেকে কৌতুহল নিয়ে আমাকে দেখছে।

প্রশাসনিক ভবনের কাছে এসে দুইজন লোক বসে ছিল ওদের কাছে গেলাম। ওরা কিছু বলবে তার আগেই একটা ফোন করবো বললাম। আমার অবস্থা দেখে ততক্ষণাৎ একজন ফোন বের করে নাম্বার বলতে বললো। শেষের সংখ্যা বোধহয় ভালো করে শুনতে পায়নি। এটা নিয়ে ঐ দুই লোকের উপর বাকবিতন্ডা লেগে গেল। একজন বলছে ০৪ আরেকজন ৪০। আমি চিৎকার করে বললাম ভাই ফোন আমাকে দেন তো ০৪ আর ৪০ এ ঝগড়া শুরু করছেন, আমি তো এখানেই আছি নাকি। নাম্বার বসিয়ে ফোন করলাম ঐ বন্ধুদের একজনকে। পরবর্তী ব্যবস্থা তারাই করলো। আমাকে তাড়াতাড়ি মেডিকেল নিয়ে যাওয়ার পর পুলিশকেও জানানো হয়। ডাক্তার পরীক্ষা নিরীক্ষা করে আমাকে ব্যান্ডেজ বেঁধে বললেন, ভয়ের কিছু নেই। ব্রেইনে আঘাত লাগে নি। কয়েকদিন বিশ্রাম করতে হবে। মেডিকেল থেকে বেরিয়ে পুলিশের ওখানে যেতে হলো। পুলিশ এখনো শিহাবকে খোঁজার চেষ্টা করছে। আমি কেন সোনাবাগ কলেজের ঐ একতলা দালানে গেছি আর ওখানে কি হয়েছে এটার কৈফিয়ত আমার কাছে চাইলো পুলিশ। আমি শুরু থেকে সব বললাম। থানার ওসি সব শুনে বললেন, আপনার কথা হয়তো সত্যি কিন্তু প্রমাণ ছাড়া তো আমরা কোন কিছু করতে পারবো না। শুধু এক-দুইটা ছবির উপর ভিত্তি করে ওখানে গিয়ে তো লাভ নেই। তাছাড়া আপনার ভাষ্যমতে ওখানে শিহাব বা আপনি যা অনুমান করছেন তা তো নেই। আমি ওনাকে কিছু বলতে যাবো তার আগেই খবর এলো শিহাবের বাসায় মুক্তিপণ চেয়ে ফোন করা হয়েছে। আজ বিকালের মধ্যে রইস রোডের বাদিকের এক বন্ধ কারখানার সামনে ২ লক্ষ টাকা রেখে যেতে বলেছে। পুলিশ তখনই কাজ শুরু করে দিল। কিন্তু আমার মাথা তখন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। এদের পরিকল্পনাটা কি? ওকে তো আজকেই ছেড়ে দেওয়ার কথা। কিন্তু আবার কেন এই অপহরণের ঘটনা সাজাচ্ছে তারা। শিহাবের কি কোন ক্ষতি করবে এরা? কিন্তু না যা ভাবলাম তার পুরো উল্টো ঘটনা ঘটলো। বিকাল হতে না হতেই পুলিশ অপহরণকারীদের ফোন নাম্বার ট্রেস করে ফেললো। বিকালে যেখানে ২ লক্ষ টাকার মুক্তিপণ নেওয়ার কথা সেখানে অপহরণকারীরাই গ্রেফতার হয়ে গেলো। সেই সাথে শিহাবও উদ্ধার হলো। অল্প একটু মারপিটের চিহ্ন ওর শরীরে কিন্তু মোটামুটি ভালো আছে তাও ডাক্তার হাসপাতালে একদিন থাকতে বলেছে। অপহরণকারীরা হলো মোট ৩ জন। কিন্তু এই ৩ জনের একজনও তো সেদিনের ঐ লোকগুলো না। তবে কি এরা ঐ দলের

অংশ? কিন্তু পুলিশের কাছে এরা যা কথা বলেছে তা একেবারেই ভিন্ন। এরা ৩ জন বলে পেশাদার অপরাধী। শিহাবের পরিবারের কাছে অনেক টাকা আছে এমন খবরে ওরা ওকে অপহরণ করে। শিহাবের সাথে কথা বলেও তেমন কিছু পেলাম না। ওর তেমন কিছু মনে নেই। ও যেদিন নিখোঁজ হয় সেদিন রাতে ও যখন রাস্তায় হাঁটছিলো তখন তাঁকে ২-৩ জন মেরে তাদের সাথে নিয়ে যায়। যেখানে রেখেছিলো সেটা সোনাবাগ কলেজের ঐ দালানটাই ছিল এটা শুধু ও নিশ্চিত। পরেরদিন সন্ধ্যার সময় আবার পুলিশের কাছে গেলাম। শিহাব যে ওখানে ছিল এবং এটা ও নিশ্চিত বলে কোনমতে ওসিকে সোনাবাগ কলেজের ঐ দালানের ওখানে আসতে রাজি করালাম। একটু রাত হলে ওসি কয়েকজন পুলিশ নিয়ে আমার সাথে ওখানে গেল। ওখানে গিয়ে আগের মতোই পরিস্থিতি। কোন ধরনের প্রমাণ নাই। কিন্তু শেষের ঘরে ভাঙাচোরা ইট পাথরের নিচে হঠাৎ করে একটা কার্টুন পাওয়া গেল। ঐ খানের মেঝে ফেটে বিদীর্ণ হয়েছে। মাটিটা মনে হলো সম্প্রতি খোঁড়া হয়েছিলো। এই সন্দেহে পুলিশ মাটি খোঁড়া শুরু করে আর সারি সারি বের হতে থাকে একই রকম কার্টুন। যার জন্য এইসব কিছুর শুরু সেই মাদক ভর্তি কার্টুন। দালান থেকে যখন সারি সারি মাদকের বোতল বের করা হচ্ছে তখন দালান থেকে একটু দূরে থাকা একটা গাড়ি জোরে স্টার্ট নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলো। পুলিশের প্রত্যুৎপন্নমতিতে তা আর সম্ভব হয় নি। গাড়ি থেকে পুলিশ যাদের বের করলো তারা হলো সেদিন রাতে যে দুই লোককে দেখেছিলাম তারা। ওসিকে খুব খুশি দেখালো। আমাকে ধন্যবাদ দিল। বলল আপনার এই সাহস আর বুদ্ধির কারণে আমরা এদের ধরতে পারলাম। সাংবাদিকদের আপনার কথা আমরা নিশ্চয়ই বলবো।

কি রে। এত কি চিন্তা করছিস। তোর কারণে এত বড় মাদকের চালান ধরা পড়লো আর আমি ঠিকমতো উদ্ধার হলাম, কোথায় তুই ফুর্তি করে বেড়াবি না ঐ চিন্তাভাবনায় ডুবে আছিস। পত্রিকায় তোর আমার কথা কি বলেছে দেখছিস। আমরা তো বিখ্যাত হয়ে গেলাম! আচ্ছা তুই ঐ ছবিতে এমন কি দেখলি, যে তোর সন্দেহ হলো।

আবীরের ভাবনায় ছেদ পড়লো। তুইও যদি ভালোমতো লক্ষ্য করতি তাহলে তুইও বুঝতে পারতি। দালানে ঢোকার গ্রিলের দরজায় লাগানো তালার ছবিটায় তালাটাকে ভালো করে পর্যবেক্ষণ করে দেখছিলাম যে এটা অনেক নতুন। এটাকে পুরাতন হিসেবে দেখানোর জন্য চেষ্টা করা হলেও এটা যে পুরাতন নয় সহজেই বোঝা যায়।

তখনই আমার মাথায় প্রশ্ন খেলা করে ভাঙাচোরা একটা পুরাতন বিল্ডিং যার মধ্যে মূল্যবান কিছুই নেই সেখানে এ তালা কেন? আর ফেটে দু'ভাগ হওয়া প্রাচীরের ফাঁটলের মধ্য দিয়ে দেখা যাওয়া ভাঙা কাঁচের জানালার ছবিটা ভালো করে জুম করে দেখি ওখানে সারি সারি কার্টুন। একটা কার্টুন একটু খোলা আর ওর ভিতরের মাদকের বোতলটা দেখা যাচ্ছিলো। ব্যস তোর অন্তর্ধানের রহস্যও পরিষ্কার হলো আমার কাছে। তোর ছবি তোলা দেখে ওরা সতর্ক হয়েছিলো। কোন ছবিতে যদি তাদের এই গোপন চক্রের কিছু উঠে থাকে তো ওদেরই সমস্যা। এজন্য ছবিগুলো ডিলিট করে দেওয়ার পরিকল্পনা করে ওরা। তোর ফোনটা হাতিয়েও ওরা কাজ সেরে ফেলতে পারতো কিন্তু ওরা পুরোপুরি নিশ্চিত হতে চেয়েছিলো যে তুই কিছু দেখেছিস কিনা এজন্য তোকে কিডন্যাপ করে ওরা।

বাপ রে। এত বড় ঘটনা। বেকার না হলে তুই অবশ্যই গোয়েন্দা বিভাগে কাজ করতি। যাইহোক কিছু অর্ডার কর না খাই। আবীর কে আবার অন্যমনস্ক দেখে শিহাব ওকে ঝাঁকি দিয়ে ওকে জিজ্ঞেস করলো কি ভাবছিস বল তো এবার।

ভাবছি সবকিছু কেমন খুব সহজে হয়ে গেল না। তোকে ওখান থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে মুক্তিপণ চাওয়ার নাটক করে ধরা পরে যাওয়া। আর আমি যখন পুলিশ নিয়ে আবার ওখানে যাই ততক্ষণে সব সরিয়ে না ফেলে প্রমাণ সমেত পুলিশের কাছে ধরা পড়া।
সহজে হয়েছে তো কি হয়েছে। ঐ প্রবাদটা মনে নেই। বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা, পুলিশ ছুঁলে ছত্রিশ ঘা।
মনে আছে। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে এ রহস্যের শেষ এখনো হয় নি। এটা বলে আবীর উঠে পড়লো।
শিহাব বললো, কি রে উঠে পড়লি, কই যাস।
এই রহস্যের যবনিকা টানতে।
মানে?

মানে হলো যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখ তাই। যেখানে সবকিছুর শুরু হলো সেখানেই হয়তো এর সমাপ্তি হবে।

সোনাবাগ কলেজে আবার...

(চলবে)

Thrilling Facts

কেউ যদি মারা যায় তাহলে তার শেষ অবস্থান হয় তার সমাধি। রাজা বাদশাহ বা কোন বিখ্যাত ব্যক্তি হলে তার সমাধি হয় অত্যন্ত রাজকীয় আর বিখ্যাত। যেমন মিশরের ফারাওদের সমাধি পিরামিড কিংবা মুমতাজের জন্য শাহজাহানের তৈরি করা তাজমহল। কিন্তু যদি আপনি হন ইতিহাসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ও শাসক আর সে স্বত্বেও আপনি মারা গেলে আপনার সমাধির খবর পায় না কেউ তাহলে?

যার কথা বলছি তিনি হলেন চেঙ্গিস খান।চেঙ্গিস খান, মঙ্গোল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা, ইতিহাসের অন্যতম শক্তিশালী শাসক ছিলেন।তার নেতৃত্বে মঙ্গোল বাহিনী পৃথিবীর বৃহত্তম সাম্রাজ্য গড়ে তোলে। চেঙ্গিস খানের অভিযানে আনুমানিক চার কোটি মানুষ নিহত হয়েছিল, যা ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ হতাহতের ঘটনাগুলির একটি

বলা হয়, চেঙ্গিস খান মারা গেলে তার সমাধিস্থলকে চিরতরে গোপন রাখতে এক অদ্ভুত পরিকল্পনা করা হয়েছিল। কিংবদন্তি অনুযায়ী, চেঙ্গিস খানের জানাজায় অংশগ্রহণকারী সৈনিকদের হাতে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল যে, তারা সমাধিস্থলের কাছাকাছি কাজ করা সকল মানুষকে হত্যা করবে, যাতে কেউ তার কবরের অবস্থান জানতে না পারে।

এখানেই শেষ নয়—এই সৈনিকদেরও পরে হত্যা করা হয়েছিল, যাতে তারা কেউ চেঙ্গিস খানের কবরের অবস্থান প্রকাশ করতে না পারে। এরপর, তাদের হত্যাকারীদেরও হত্যা করা হয়েছিল! ফলাফল? চেঙ্গিস খানের কবর আজও পৃথিবীর অন্যতম বড় ঐতিহাসিক রহস্য হিসেবে রয়ে গেছে। কেউ জানে না কোথায় তিনি শায়িত আছেন। এমনকি অনেক প্রত্নতাত্ত্বিক অভিযান চালিয়েও আজ পর্যন্ত কেউ তার কবরের সঠিক স্থান নির্ধারণ করতে পারেনি।

থ্রিলারের গল্প

ফাহিম ফয়সাল

অন্ধকার রাতে বাজে ঘণ্টা
জাগায় মনে নানান কল্পনা,
শব্দ তুলে নিয়ে আসে গূঢ়তা,
ছায়ার মাঝে কিসের অপেক্ষা?

চাঁদের আলোতে রক্তের দাগ
পথে পথে রক্তাক্ত সেই নাগ,
নিশির বাতাসে ভেসে আসে সুর,
কিসের ভয়ে কেঁপে ওঠে এই পাতালপুর?

চোখের কোণে জমে থাকা জল
রহস্যের চাঁদরে ঢাকা মনে ক্ষণকাল,
ভয়ে ভরে ওঠে হৃদয়ের টান,
অন্ধকারে লুকিয়ে আছে কি, গোপন শয়তান?

হৃদয়ের গহনে দোলা দেয় ভয়,
জীবন-মৃত্যুর খেলায় অস্থির অভয়,
মনে জাগে এক প্রশ্ন—
থ্রিলারের শেষ কোথায়?
কবে হবে সব কিছু ব্যক্ত?

Spice of Thriller

থ্রিলার গল্পের পৃষ্ঠায় হোক বা আসল দুনিয়ায়,AK-47 ওরফে Avtomat Kalashnikova এক জনপ্রিয় নাম। মিখাইল কালাশনিকভ এর এই অনন্য সৃষ্টি এখনো টিকে আছে সর্বত্র।AK তে বোঝায় automatic kalashnikov আবিষ্কারকের নাম অনুসারে আর 47 হলো উদ্ভাবন করার সাল। সেনাবাহিনী থেকে স্পেশাল ফোর্স সবার পছন্দের অস্ত্র AK-47! সহজ ব্যবহার, প্রতিকূল পরিবেশেও ঠিকঠাক কাজ করা ও সহজলভ্যতা এই ৩ কারণে এটি আজও পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে ব্যবহৃত। রাশিয়ায় এর উদ্ভাবন হলেও সেখানে এখন আর এটি তৈরি হয় না।কিন্তু AK-47 এর পাহাড়সম মজুদ রয়েছে রাশিয়ায়। পৃথিবীতে আনুমানিক ১০০ মিলিয়ন AK-47 রয়েছে এবং প্রতিবছর প্রায় ২,৫০,০০০ মানুষ এর কারণে মৃত্যুবরণ করে।

"মাসুদ রানা" নামটি শোনেনি এমন মানুষ বোধহয় বাংলাদেশে পাওয়া যাবে না। চলচ্চিত্র হোক কিংবা উপন্যাস, অর্ধশত বছর পরেও এর জনপ্রিয়তা কমেনি একটুও। কাজী আনোয়ার হোসেনের এই চরিত্র জেমস বন্ডের বাঙালি সংস্করণ হিসেবে মৌলিক চরিত্র না হলেও বাংলা ভাষার পাঠক পাঠিকাদের মাঝে এটি একটি স্বকীয় অবস্থান বানিয়ে নিয়েছে। বাংলাদেশের থ্রিলার সাহিত্যে মাসুদ রানা তাই অনন্য এক কীর্তি। বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের দুর্দান্ত, দুঃসাহসী স্পাইকে নিয়ে আপনার কোন স্মৃতি থাকলে শেয়ার করতে পারেন আমাদের ই-মেইল এ। বাছাইকৃত লেখাগুলো প্রকাশিত হবে অনলাইন পেজে।

অন্য আমি (২য় পর্ব)

আশরাফুল ইসলাম

সব প্রশ্ন গুলো মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে....

চোখে ঝাপসা দেখতে লাগলাম.... আর কিছু মনে নেই।
যখন জ্ঞান ফিরলো তখন নিজেকে বাড়ির নিজ রুমেই আবিস্কার করলাম।
হঠাৎ ঘড়ি টিক টিক আওয়াজ দিয়ে ওঠলো।
এই যাহ.. ঘড়িতে তো ১০ টা বেজে গেছে। এত বেলা পর্যন্ত ঘুমিয়েছি... মা, মা, ও মাআআআ। মিথি মিথি, কই গেলি রেএএএএ।
বদের হাড্ডি হয়েছে ছোট বোনটা। কাজের সময় একটুও পাওয়া যায় নাহ।

ওহ বলতে ভুলেই গিয়েছিলাম। আমাদের ছোট ফ্যামিলি। মা, বাবা, আমি, ভাইয়া আর ছোট বোন। বড় ভাইয়া অবশ্য আমাদের সাথে থাকেন নাহ। ভাবি আর ভাতিজী কে নিয়ে চাঁদপুরে থাকেন।
ভাইয়া ভাবিদের এতটা মনে না পড়লেও আমার দুষ্ট মিষ্টি ভাতিজীকে খুব মিস করি। তারা দু তিন বছর পর পর স্বপ্তাহ খানেকের জন্য আসে আবার চলে যায়। যতদিন এখানে থাকে সে আমাকে এক মূহুর্ত কাছ ছাড়া করে নাহ।
আমাকে খুব ভালোবাসে। সে আসলেই আমাকে তার মতো সাজিয়ে দিতে কি যে ব্যস্ততা তার। সে কি আর বলব। একবার তো আমি বিকেলে ঘুমিয়ে ছিলাম তো ঘুম থেকে ওঠে যখন বাহিরে বের হলাম। দেখি পাকনা বুড়িটা দাঁত কিল কিল করে হাসছে।

একে একে বাসার সবাই আমায় দেখে ভূত দেখার মতো,আর হেসে গড়াগড়ি। অথচ আমি কিছুই জানি না কি জন্য হাসছে।
মিথি আমাকে আয়নার সামনে দাড় করিয়ে দিল। আমি তো পুরাই 'থ'। এ কি করেছে মুখ আর চুলের অবস্থা। চুলে ক্লিপ লাগিয়ে, মুখে মেকাপ করে দিয়েছে। যদিও আমি একটু শ্যামলা চেহারার। তো মেকাপ দিয়ে আমাকে সুন্দরী বানিয়ে দিয়েছে।

আমি রাগী মুখে তাকাতেই পাকনা বুড়ি তার নানুর পিছনে গিয়ে ভেঁ ভেঁ করে কেদে দিল। এমন টা হলে কি আর রাগ করা যায়। কোলে নিয়ে কতক্ষণ বেড়াতে হলো আর এতগুলো লজেন্স আদায় করে ছাড়লো।

সে ছোট হলে কে হবে মেয়েদের কত প্রকারের সাজ সজ্জা জিনিস থাকে

তাকে না দেখলে বুঝা যায় নাহ। শুনেছি এবার নাকি প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছে। দেখতে দেখতে বুড়িটা কত বড় হয়ে গেল।

ধ্যাত,, ১০ টা বেজে গেল ঘুম ভাঙ্গতেই।
এত বেলা পর্যন্ত কেউ ঘুমায়। আমি তো ৭ টার পর বিছানাতেই থাকতে পারি নাহ। আজ তাহলে এত বেলা পর্যন্ত ঘুমালাম কিভাবে।

হঠাৎ মনে হলো কাল সন্ধে বেলার কথা। সবটা মনে পড়ছে নাহ আবছা আবছা মনে আছে। হা মনে পড়েছে হুবহু আমার মতই দেখতে একজন কে দেখেছি মাঠের এক পাশে। এরপর আর মনে নেই। আচ্ছা ঐটা তো স্বপ্নও হতে পারে।

ভাবতে ভাবতেই মা আর মিথী রুমে ঢুকলো।
মিথি কে বললাম, কিরে এত বেলা হয়েগেল আর তুই ডাকিস নি কেন? জানিস না আজ ভার্সিটিতে ১২ টার সময় প্রোগ্রাম আছে। আমি ঠিক সময়ে না গেলে সব কিছু গোছাবে কে শুনি। প্রিন্সিপাল স্যার নিজে আমাকে সব কিছুর দ্বায়িত্ব দিয়েছেন।
মিথি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। মা আমার পাশে বসে মাথায় হাত বুলাতে লাগলো।
রেগে বললাম কিরে কথা বলছিস না কেন...
মিথি কিছু বলতে যাবে, ঠিক তখনি মা মিথিকে থামিয়ে দিল।
মা, মিথিকে থামালে কেন। কি বলতে চাইলো কিছুই বুঝতে পারলাম নাহ।

ও কিছু না বাবা। ওর কি, সারাদিন ফোন নিয়েই পড়ে থাকে আমার হয়েছে যত জ্বালা মেয়েটা হাড় গোড় সব খেয়ে ফেললো। কলেজের নাম করে বান্ধবীদের সাথে ঘুরা আর বাসা এসেই ফোন। তোর বাবার জন্য পারছিনা খালি বিয়ে দিতে। নয়তো আমার কাজিনের ছেলের সাথে কবে থেকেই বলছে বিয়ে দিতে।

((শুনেছি সে থাইলেন্ডে পড়াশোনা শেষ করে ঐ খানেই সেটেল হয়ে যাবে। বিয়ে করার জন্য নাকি ঐখানের কাউকে পছন্দ হয় না, দেশেই বিয়ে করে বউকে ঐ খানে নিয়ে যাবে। তাই আমার কাজিন কদিন পর পর মিথিকে বিয়ে দিব কিনা ফোন করছে।
মিথিকে তার ছেলেও নাকি অনেক পছন্দ করেছে।))

আমি বললাম, কি বলো মা, ঐ খারাপ পোলার সাথে আমার পরীর মতো বোন টাকে আমি কোনদিন ও বিয়ে দিব নাহ। কামাই করার মুরোদ নেই বাপের টাকা উড়ায় আর কলেজের সামনে বন্ধুদের সাথে বসে মেয়েদের টিজ

করে।

আমাদের কথার মাঝে মিথি বলে উঠলো থামবে তোমরা।
আর মা শোন আমি ফোন এতটাই দেখতে পারি নাহ।বাহিরে থাকলে একটু ঘুরি কিছু বাসায় আসলে এক গাদা কাজ দিয়ে বসাই রাখো। মা ধমক মারলো।
আমি বললাম মা মিথিকে বকবে না তো।
বলো এবার কি ব্যপার এত বেলা হলো তাও ডাকলো না কেন।
ভাইয়া গতকাল তুই....
মা থামিয়ে দিলেন, যা তো আবিদের জন্য পানি গরম কর। গোসল করে তারপর আমরা এক সাথে খাবো।

বলো কি মা,এত বেলা হলো এখানো খাও নি।
না রে বাবা, তুই ঘুমাচ্ছিলি তাই আমরাও খাই নি এক সাথে খাব বলে।
মিথি মুখ ভার করে চলে গেলে রান্না ঘরে।
তার মুখ খানা দেখে বুঝতে পারলাম কিছু একটা হয়েছে। আচ্ছা মা যাক পড়ে কথা হবে।

মা বলল, "আবিদ"
"হ্যাঁ, মা বলো"

"কাল কোথাও গিয়েছিলি?"

"না তো মা, ভার্সিটি শেষ করে টিউশনিতে গেলাম। শেষ করে ফ্রেন্ডদের কউকে পেলাম না আড্ডা দিব। মোড়ে এসে দেখি গাড়ি ও নেই সাইকেল টাও নষ্ট ঐটা গ্যারেজে। তারপর তো হেটে হেটে বাসায় চলে আসলাম।(ইচ্ছে করেই মার কাছ থেকে ঐ ঘটনা লুকালাম,কিন্তু কোন লাভ হলো বলে মনে হয় নাহ)।"
"না বাবা ভালো করে মনে করে দেখ আর কোথায় গিয়েছিলি কি নাহ।"
"কেন মা কি হয়েছে? আমার তেমন কিছু তো মনে পড়ছে নাহ।"
"না কিছু নাহ।"

এসময় মিথি ডাক দিলো যে পানি গরম হয়ে গেছে।
মা বলল তাড়াতাড়ি ওঠো, আবার না তোর ভার্সিটিতে প্রোগ্রাম আছে।
বেলাও হয়েছে অনেক।
মা আগে বলো কি হয়েছে। তুমি কি বলতে গিয়ে থেমে গেলে।
ও কিছু নাহ।
কাজ শেষ করে বাসায় আয় তারপর কথা বলব।
এখন ওঠতো....

(চলবে)

সঙ্কটের আহ্বান

সোমবারে সঙ্কট এর দ্বিতীয় সংখ্যা আশা করছি সবার ভালো লেগেছে।দ্বিতীয় সংখ্যাটি আপনার কেমন লেগেছে তা জানাতে ভুলবেন না আমাদের। আপনার রিভিউ, সমোলচনা বা কোন মতামত করতে পারেন সোমবারে সঙ্কটের Facebook ও twitter এ।

সোমবারে সঙ্কটের তৃতীয় সংখ্যার জন্য লেখা আহ্বান করা হচ্ছে।লেখার বিষয়বস্তু,পাঠানোর নিয়ম ও পাঠানোর শেষ সময় সব পাবেন সোমবারে সঙ্কট Facebook page এর পিন পোস্টে। তাহলে দেরি না করে সঙ্কটের আহ্বানের সাড়া দিয়ে শ্রীঘ্রই পাঠিয়ে দিন আপনার লেখা। এছাড়া আর কোন তথ্য জানার দরকার হলে যোগাযোগ করতে পারেন সোমবারে সঙ্কটের মেসেঞ্জারে বা ই-মেইলে।

ফেসবুক : https://www.facebook.com/mondaycrisis
টুইটার : https://x.com/monday_crisis
ই-মেইল : mondaycrisis0824@gmail.com

Scan করুন